মুহাম্মদ ওমর ফারুক

# মুজাহিদ ও শহীদদের
# বিস্ময়কর ঘটনাবলী

সংকলনে ঃ
মুহাম্মদ ওমর ফারুক

প্রকাশনায় ঃ মাকতাবাতুল জিহাদ বাংলাদেশ

# মুজাহিদ ও শহীদদের বিস্ময়কর ঘটনাবলী

প্রকাশক ঃ মাওলানা সালাহুদ্দীন হুসাইনী

সংকলনে ঃ মুহাম্মদ ওমর ফারুক

প্রকাশনায় ঃ মাকতাবাতুল জিহাদ- বাংলাদেশ

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ

সামস্ কম্পিউটার এণ্ড গ্রাফিক্স
২/১, জিন্দাবাহার ১ম লেন, ঢাকা।



প্রথম প্রকাশ ঃ ৭-৬-২০০১ ইং

মূল্য ঃ পনের টাকা মাত্র

# অবতরণিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি সমস্ত জাহানের অধিপতি। অসংখ্য দরুদ ও সালাম মহা মানব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি।

'জিহাদ' শরীয়তের এমনই এক স্পষ্ট বিধান, যার জন্য মহান আল্লাহ আল কুরআনে ছয়শতের চেয়ে বেশী আয়াত নাযিল করেছেন। যাতে তিনি মানুষকে জিহাদের উপর উদ্বুদ্ধ করেছেন। এবং জিহাদ পরিত্যাগ করার অশুভ পরিনামের কথাও বলেছেন। আবার কোথাও কোথাও জিহাদের পথে তাঁর নুসরত ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ও দিয়েছেন। সে নুসরত ও সাহায্যপূর্ণ কিছু ঘটনাবলী বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিতও হয়েছে। কিন্তু এমন কিছু ঘটনাবলী রয়েছে যা সাধারণত সব গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তাই ভাবলাম যে, সে ঘটনাগুলোকেও উল্লেখ করে দেই। যেন মানুষের সামনে তা এসে পড়ে। এবং একটু হলেও জিহাদের সহযোগিতা হয়। তাই আমাদের এই প্রয়াস।

যিনি আমার এ স্বপ্নটি বাস্তবায়িত করেছেন, তিনি হলেন মাওলানা সালাহুদ্দিন হুসাইনী। যিনি নিজে এই গন্থ খানা প্রকাশ করার জন্য এগিয়ে আসেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। আমারা গ্রন্থখানিকে ভূল থেকে বাঁচানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি।

এতদ্বসত্ত্বেও যদি কোন ভূল থেকে যায়, তবে তা জানিয়ে দেয়ার অনুরোধ রইল।

এই গ্রন্থখানা পড়ে যদি একজন মুমেনের হৃদয়ে ও জিহাদের স্পৃহা জাগে' তবে আমি আমার এ শ্রম স্বার্থক মনে করব।

আল্লাহ তায়ালা আমায় এবং আপনাদের উভয়কে এই গ্রন্থখানা দ্বারা কামিয়াবী দান করুন। আমীন

বিনীত

মুহাম্মদ ওমর ফারুক

১/৬/২০০১ইং

# বিন্যাস ধারা

বিষয় | পৃষ্টা নং


আম্বর মাছ ........ ৫
হঠাৎ ঝর্ণা ........ ৬
খোদায়ী সবজী ........ ৮
গমের বৃষ্টি ........ ৮
মরা গাধা জীবিত হল ........ ৮
বনের বাঘ হল রাহবার ........ ৯
আফগান জিহাদে আল্লাহর সাহায্য ........ ৯
শহীদের লাশ ........ ১০
পিতার সহিত শহীদের মুসাফাহা ........ ১০
কালো ধুঁয়া ........ ১১
ঘুমিয়ে গেল যে বোমাটি ........ ১২
বুলেট প্রবেশ করল না যে সব শরীরে ........ ১২
শহীদের মেশিন গান ........ ১৩
শহীদের জুব্বা ও দাঁড়ী ........ ১৩
এক গুলিতে ৮৫ ট্যাংক ধ্বংস ........ ১৪
এক ঝাঁক পাখী ........ ১৪
গায়েবী মদদ ........ ১৫
দুশমনের উপর বিচ্ছুর হামলা ও মুজাহিদের প্রতি সাপের ভালবাসা ........ ১৫
আল্লাহর শপথ উহুদের দিক হতে জান্নাতের খুশবু আসছে ........ ১৬
জান্নাতের হুর পানি পান করালো ........ ১৬
কম খরচে জান্নাতের বাদশাহ ........ ১৮
শহীদ জীবন্ত অবস্থায় হুর দেখতে পেল ........ ১৯
ইফতার আমদের নিকট এসে করবে ........ ২০
তিন হুরের জামাই ........ ২২
শহীদের শির কুরআন তেলাওয়াত করে ........ ২২
পিতার সহিত সাক্ষাত করল এক শহীদ সন্তান ........ ২৩
এক হাজার ছেলেকে শহীদ করালো ........ ২৪
হুরের ঝগড়া ........ ২৫
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের বিরত্ব ও ইখলাস ........ ২৬
হে প্রভূ! আমার শরীরের টুক্‌রোগুলো পশু পাখীকে খায়িয়ে দাও ........ ২৮
শহীদের সাথে সাক্ষাত ........ ২৯
মৃত্যুর পরের ওসিয়ত বাস্তবায়ন ........ ৩০ঃ
জিহাদী তারানা ........ ৩২

## আম্‌বর মাছ

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনশত জন সাহাবার একটি মুজাহিদ গ্রুপকে কুরাইশের বানিজ্যিক কাফেলাদেরকে ধরার জন্য সমুদ্রের উপকূলের দিকে পাঠিয়ে ছিলেন। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত মুজাহিদগণ সে কাফেলার অপেক্ষা করলেন তাদের খানা পিনার সব রসদপত্র শেষ হয়ে গেল। অতপর তারা অপারগ হয়ে গাছের পাতা খেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই এ যুদ্ধকে 'সারিয়ায়ে খাব্‌ত' (অর্থাৎ- ঐ সৈনিক দল, যারা গাছের পাতা খেয়েছিলেন) বলা হয়।

এ ঘটনাটি স্বয়ং একজন মুজাহিদ হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন- তিনি বলেন– হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশের কাফেলাদের উপর অতর্কিত হামলা করে তাদেরকে ধরে নিয়ে আসার জন্য আমাদেরকে পাঠালেন। হযরত আবু ওবায়দা বিন জার্‌রাহ (রাঃ) কে আমাদের আমীর নিযুক্ত করলেন। আর একটি বেগে করে আমাদেরকে সফরের কিছু রসদপত্র দিলেন। আর তা খেজুর ব্যতিত অন্য কিছু ছিলনা। আমাদের আমীর আবু ওবায়দা (রাঃ) আমাদেরকে প্রতিদিন মাত্র একটি একটি খেজুর দিতেন। আমাদের প্রত্যেকেই নিজের বন্টনে পড়া খেজুরটিকে ছোট বাচ্চার জন্য ন্যায় চোষন করত। এরপর পানি পান করে নিত। এবং নিজের খেজুরটি কাপড়ে পেঁচিয়ে রেখে দিত। ধীরে ধীরে এ পন্থা ও একদিন শেষ হয়ে গেল। অতপর আমরা অপারগ হয়ে গাছের পাতা খেতে শুরু করেছিলাম। গাছের পাতা ছিঁড়ে তা পানিতে ভিজিয়ে খেয়ে নিতাম। এর ফলে আমাদের ঠোঁটগুলো ফেটে গিয়েছিল। আর আমাদের পায়খানা হত ভেড়া ও বকরীর লেদার ন্যায়।

একবার আমরা সমুদ্রের কিনারার দিকে গিয়েছিলাম। তখন হঠাৎ একটি বস্তু আমাদের দৃষ্টি আর্কষন করল। যা দেখতে বড় ধরণের একটি বালুর স্তুপ মনে হচ্ছিল। আমরা যখন তার নিকটে গেলাম, তখন দেখতে পেলাম যে, সমুদ্র তার কিনারায় একটি বড় ধরণের মাছ ফেলে রেখেছে। যাকে মানুষ 'আম্বর' বলে আখ্যা দিয়ে থাকে।

হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) প্রথমে বলেছিলেন যে, এটাতো মৃত প্রাণী। অতপর কিছুক্ষণ পর বললেন– না- ব্যপারটি এমন নয়। বরং আমরা আল্লাহর রাসূলের প্রেরিত লোক। এবং আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত। এবং আমরা অপারগ অবস্থায় আছি। তাই আমাদের জন্য এটা

খাওয়া সম্পূর্ণ বৈধ। তাই তোমরা সবাই এ থেকে খাও। আমরা তিনশত জন মুজাহিদ ১৫ দিন পর্যন্ত এর গোশত খেয়েছিলাম। এতে আমরা খুব স্বাস্থ্যবান হয়ে গেলাম।

আমার খুব ভালভাবে স্বরণ আছে যে, আমরা সে মাছের চোখের গর্ত হতে বড় বড় মটকা ভরে তৈল বাহির করতাম। এবং আমরা তার দেহ থেকেগরুর গোশ্তের ন্যায় গোশ্ত কেটে কেটে খেতাম।

একবার হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) ১৩ জন মুজাহিদকে সে মাছের চোখের গর্তের ভেতর বসিয়ে দিয়ে ছিলেন। সবাই আরামে বসতে পেরেছিল।

একবার তিনি সে মাছের মেরুদন্ডের হাড়টিকে ধনুকের ন্যায় মাটিতে দাঁড় করালেন। অতপর লম্বা একজন মুজাহিদকে উঁচু ধরণের একটি উটের উপর বসিয়ে দিয়ে সেই মেরুদন্ডের হাড়টির নীচ দিয়ে অতিক্রম হতে বললেন। সে মুজাহিদ খুব সহজেই পার হয়ে গেল। একটু মাথা ঝুকানোর ও প্রয়োজন হয়নি।

আমরা তার গোশত হতে শুখিয়ে শুখিয়ে কিছু গোশ্ত আমাদের সহিত নিয়ে এসেছিলাম। আমরা মদীনা শরীফ গিয়ে যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হলাম তখন সে মাছের কথাও আলোচনা করলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– ইহা আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের খাদ্য হিসাবে পাঠানো হয়েছে। তোমাদের নিকট কি অতিরিক্ত কিছু অংশ আছে? আমরা যা কিছু নিয়ে এসেছিলাম তা থেকে কিছু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দিলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে বক্ষণ করলেন।(বোখারী ও মুসলিম)

## হঠাৎ ঝর্ণা

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর (রাঃ) মুরতাদদের শায়েস্তা করার জন্য হযরত আ'লা ইবনে হাদ্রামী (রাঃ) কে মদীনা থেকে বাহরাইনের দিকে পাঠিয়ে ছিলেন। পথে তাদের অনেক মরু প্রান্তর পাড়ি দিতে হয়েছিল। রাতের বেলা প্রচন্ড তুফান হল। যার কারণে উটের রশি সমূহ ছিড়ে গিয়েছিল। আর উটগুলো এমন ভাবে উদাও হয়ে গেল যে, কেউ বুঝতে পারছিল না যে, উটগুলো জীবিত আছে, না কি মরে গেছে? এদিকে সৈন্যদের খানা-দানা তথা যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র সবই ছিল সে উটগুলোর উপরে। তাই মুজাহিদগণ খুব পেরেশান ও চিন্তিত হয়েছিলেন।

সকাল বেলা হযরত আ'লা (রাঃ) সমস্ত মুজাহিদীনদের কে একত্রিত করলেন। আর এ মুহুর্তটি ছিল এমন যে, মুজাহিদগণ প্রায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার অবস্থা এবং জীবন থেকে নৈরাশ হয়ে,একে অপরকে অসিয়ত করতে শুরু করে ছিলেন। হযরত আ'লা ইবনে হাদ্রামী (রাঃ) মুজাহিদীনদেরকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন- আপনারা কি মুসলমান নন ? সবাই উত্তর দিলেন, হ্যাঁ আল্লাহর শুকরিয়া, আমরা সবাই মুসলমান। অতপর তিনি বল্লেন- আপনারা কি সবাই আল্লাহর সৈনিক নন ? আপনারা কি জিহাদের মাধ্যমে দ্বীনের সাহায্য করার জন্য আসেননি ? সবাই হ্যাঁ বলে উত্তর দিলেন। অতপর তিনি বল্লেন– আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন। আল্লাহ্ তায়ালা এমন লোকদের কখন ও ধ্বংস করবেন না। অতপর তিনি কেবলা রুখ হয়ে সবাইকে নিয়ে কাকুতি-মিনতির সহিত খুব দোয়া করলেন।

সূর্যের কিরণ মাত্র ছড়াতে ছিল, এমন সময়ই মুজাহিদগণ দেখতে পেলেন যে হঠাৎ, তাদের নিকটেই পানির একটি ঝর্ণা প্রবাহিত হতে লাগল। সবাই অতি আনন্দচিত্তে পানি পান করল। এবং অযু গোসল সেরে নিল। তারা সবাই এই আনন্দে মত্ত ছিল, এমন সময়েই হঠাৎ দেখা গেল যে, সেই মাল বোঝাই হারানো উটগুলোও ফিরে এসেছে। এভাবে তারা মুজাহিদদের সাথে যে, আল্লাহর সাহায্য থাকে, তা স্বচোক্ষে অবলোকন করলেন। একটু সামনে গিয়ে বুঝতে পারলেন যে, দুশমন নদী পাড়ি দিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। তখন হযরত 'আ'লা ইবনে হাদ্রামী (রাঃ) চার হাজার মুসলিম সৈনিকদের আদেশ দিলেন– ঘোড়া নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দাও। তাঁর আদেশ পেয়ে মুজাহিদগণ বজ্রের ন্যায় পানিতে ঝাঁপ দিলেন। আল্লাহর কুদরতে তাদের ঘোড়ার কদমের একটু খুর ও পানিতে ভিজেনি এবং মুজাহিদীনগণ সহজেই নদী পার হয়ে গেলেন।

ঠিক এমনি ভাবে দিজলা ও ফুরাত নদীতেও এমন ঘটনা ঘটেছিল। হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) ইসলামের লশকরদেরকে ঘোড়া নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেয়ার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। তঁরা ঝাঁপ দিয়ে সবাই পার হয়ে গেলেন। এ ভাবেই আল্লাহ্ তায়ালা মুজাহিদদের সাহায্য করে থাকেন।

## খোদায়ী সবজী

আল্লামা ইব্‌নে আসাকের (র) সঠিক সনদ সূত্রে আব্দুল্লাহ বিন আবু জাফরের একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন- আমরা 'কুস্‌তুন তুনিয়ার' যুদ্ধে সামুদ্রিক সফরে একটি নৌকায় বসে হামলা করতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ আমাদের নৌকাটি ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ আমাদেরকে একটি দ্বীপে নিয়ে পৌছিয়ে দেয়। আমরা সংখ্যায় ছিলাম ছয়জন। যারা সে দ্বীপে অবরুদ্ধ অবস্থার স্বীকার হয়েছিলাম। খাওয়া-দাওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না আমাদের। তখন আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতি তাঁর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সংখ্যানুযায়ী কয়েকটি সজী উৎপাদন করে দিলেন। আমরা সবাই সেই সজী থেকে একটা একটা করে চোষন করতাম। এর দ্বারা আমাদের পানাহারের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যেত। সকাল বেলা আমরা সে সজী চোষন করতাম। আবার সন্ধ্যা বেলা নতুন সজী পেতাম। এ ভাবে আমাদের অনেকদিন অতিবাহিত হল। অতপর একদিন সে স্থান দিয়ে একটি নৌকা অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছিল। সে নৌকা আমাদের নিজ স্থানে নিয়ে আসে।

## গমের বৃষ্টি

আল্লামা ইব্‌নে আসাকের (রহ) সঠিক সনদ সূত্রে 'আবু জামায়ের' এর পিতা থেকে একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন। 'আরমেনিয়া'র যুদ্ধে মুসলমান মুজাহিদদের এত কষ্ট হচ্ছিল যে, মুজাহিদগণ ঘোড়া গাধা ও গরুর লেদা তথা গোবর খাওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে পড়েছিলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে ইটের কংকরের ন্যায় গমের বৃষ্টি বর্ষন করলেন। এতে আমাদের খাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

## মরা গাধা জীবিত হল

আবু সবরা নাখ'য়ী বর্ণনা করেন- এক ব্যক্তি ইয়ামান থেকে জিহাদের সফরে আসতেছিলেন। রাস্তায় এসে তার সাওয়ারী গাধাটি মরে গেল। সে ব্যক্তি অজু করল এবং দু রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর নিকট

এমন ভাবে দোয়া করতে লাগল যে, হে আল্লাহ আমি দাস্নিয়া নামক স্থান থেকে আপনার সন্তুষ্টির জন্য জিহাদের রাস্তায় বের হয়েছি। আর আমি স্বাক্ষী দিচ্ছি যে, আপনি মৃতদের কবর থেকে উঠাতে সক্ষম। আপনি আমার উপর কোন মানুষের করুণা রাখবেন না। আমি শুধু আপনার নিকটেই প্রার্থনা কামণা করি। আপনি আমার এই মৃত গাধাটিকে জীবিত করে দিন। বর্ণনাকারী বলেন– সে মুহুর্তেই মৃত গাধাটি জীবিত হয়ে গেল। আর এ ঘটনাটি ঘটেছিল হযরত উমর (রাঃ) এর খেলাফত কালে। আর সে মুজাহিদের নাম ছিল 'নাবাতাহ'। পরে সে এ গাধাটিকে বিক্রি ও করল। লোকেরা তাকে বল্ল– তুমি এটা কেন বিক্রি করছ অথচ এটাতো কারামতপূর্ণ একটি গাধা ছিল ? সে উত্তরে বল্ল– আমি এটা দিয়ে এখন আর কি করব।

(-বায়হাকী শরীফ)

## বনের বাঘ হল রাহ্বার

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গোলাম হযরত সাফীনা (রা) এর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা– তিনি একবার কিছু সংখ্যক সাহাবা সহকারে শাম দেশে কাফেরদের হাতে বন্দি হন। কোন ভাবে আল্লাহ তাকে রেহাই দিয়েছিলেন। তাই তিনি মরু প্রান্তর ও জঙ্গলময় পথ অতিক্রম করে আসতেছিলেন। হঠাৎ একটি বাঘ তার সামনে এসে দাঁড়াল। তখন হযরত সাফীনা (রাঃ) বাঘকে লক্ষ করে বল্লেন– হে বনের বাঘ! আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গোলাম এবং আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে এসেছি। একথা শুনতেই সে বাঘ লেজ হেলিয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং তাকে হিফাযত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। এ সাহাবী নিজের সাথীদের সাথে মিলার আগ পর্যন্ত সে বাঘ তার রাহ্বারী করল এবং তাকে সব দিক থেকে হিফাযত করল।

## আফগান জিহাদে আল্লাহর সাহায্য

মুজাহিদদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের অসংখ্য ঘটনাবলী রয়েছে। আমাদের পূর্ববর্তী বুর্জগদের ছাড়াও বর্তমান সময়ে রাশিয়ান সৈনিকদের সহিত আফগানিস্তানের মুজাহিদদের যে জিহাদ হয়েছে তাতেও অসংখ্য অলৌকিক ও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটছে। যা স্পষ্টভাবে মুজাহিদদের প্রতি

আল্লাহর সাহায্যের উপর চরম সাক্ষী। মিশরের বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ডঃ আব্দুল্লাহ আয্যাম শহীদ (রঃ) 'আফগান জিহাদে আল্লাহর নুসরত ও সাহায্যের উপর এক খানা গ্রন্থ লিখেছেন যার নাম হল– 'আয়াতুর রহমান ফী জিহাদিল আফগান' অর্থাৎ আফগান জিহাদে আল্লাহর নির্দশন। যার ঘটনাগুলো তিনি পত্যক্ষদর্শীদের নিকট থেকে নিজ কানে শুনে লিখেছেন। । এতে তিনি শহীদদের সম্পর্কে কিছু অলৌকিক ঘটনা উল্লেখ করেন। সেখান থেকে কিছু এখানে পেশ করা হল।

## শহীদের লাশ

ডঃ আব্দুল্লাহ আয্যাম শহীদ (রহঃ) বলেন– আমাকে আফগানিস্তানের প্রদেশ 'উরগুন' এলাকার প্রসিদ্ধ কামান্ডার উমর হানীফ বলেছেন যে, আমি আফগানিস্তানের কোন লাশকে দুর্গন্ধযুক্ত বা বিকৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখিনি। এবং কোন লাশের নিকট কোন কুকুরকেও আসতে দেখিনি। পক্ষান্তরে কমিউনিষ্ট ও রাশিয়ানদের লাশকে কুকুর কামড়িয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলতো।

কোন কারণ বশত ঃ একবার দু বৎসর পূর্বে দাফনকৃত বারজন লাশকে কবর থেকে উঠানোর প্রয়োজন হয়েছিল। তখন আমি দেখেছি- সকলের জখম একবারে তরুতাজা। তাদের শরীরগুলো ও টাট্‌কা- তরুতাজা এবং কোন লাশের মধ্যে একটু দুর্গন্ধও নেই।

আমি একবার শহীদ আব্দুল হামীদ এর লাশ শাহাদাতের তিন মাস পরে দেখেছি। তার শরীর থেকে মেশ্‌ক আম্বরের সুঘ্রাণ ছড়াতে ছিল।

– এমনিভাবে নিছার আহমদ শহীদ (রহঃ) এর লাশ সাত মাস পর্যন্ত মাটির নিচে পড়েছিল। এত দীর্ঘ সময় এভাবে পড়া থাকা সত্ত্বেও তার শরীরে কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি।

## পিতার সহিত শহীদের মুসাফাহা

ডঃ আব্দুল্লাহ আয্যাম শহীদ (রহঃ) বলেন– আমাকে কমান্ডার উমর হানীফ ১৯৮০ সনে এক দিন বলেছেন যে, একবার রাশিয়ান অনেক সৈন্য আমাদের উপর হামলা করার জন্য এসেছিল। তাদের কাছে ৭০টি ট্যাংক, ১২টি জঙ্গী বিমান ছিল। এ ছাড়াও যুদ্ধের আরও বিভিন্ন সরঞ্জামাদী তাদের

ছিল। আর এদের মোকাবেলায় আমরা ছিলাম মাত্র ১১৫ জন মুজাহিদীন। প্রচন্ড যুদ্ধ হল। অবশেষে দুশমন পালাতে বাধ্য হল। তাদের ১২টি ট্যাংক ধ্বংস হল। আর আমাদের মাত্র চার জন মুজাহিদ শহীদ হল। আমরা তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানেই দাফন করে দেই। অতপর তিন মাস পর আমরা তাদেরকে তাদের নিজ নিজ এলাকায় নিয়ে যাই। যেন তাদেরকে নিজেদের পারিবারিক গোরস্তানে দাফন করা যায়। এদের মাঝে একজন শহীদ ছিলেন। যার নাম 'জান্নাত গোঁল'। তার পিতা তার নিকট গিয়ে বলল– হে বেটা! তুমি যদি সত্যিকার ভাবেই শহীদ হয়ে থাক, তবে তার কিছু নির্দশন আমাকে দেখাও। এ কথা শুনতেই শহীদ সন্তানটি তার পিতার দিকে নিজের হাত বাড়িয়ে দিল। এবং ১৫ মিনিট পর্যন্ত নিজের পিতার সহিত মুসাফাহা করল। অতপর নিজের হাত টেনে নিয়ে ক্ষতস্থানে রেখে দিল। কমান্ডার উমর হানীফ বলেন– আমি এ দৃশ্যটি নিজ চোখে দেখেছি।

## কালো ধুঁয়া

ডঃ আব্দুল্লাহ আযযাম শহীদ (র) বলেন- আমাকে ইয়াসীর নামক একজন মুজাহিদ বলেছে যে, আফগানিস্তানের জিহাদের ময়দানে একবার আমরা কয়েকজন মুজাহিদীন বসেছিলাম। হঠাৎ আমাদের উপর রাশিয়ান জঙ্গি বিমান থেকে হামলা করা হল। আমরা সবাই মিলে আল্লাহর নিকট দোয়া করলাম। হঠাৎ আল্লাহ তায়ালা সেখানে কালো রংয়ের খুব ঘাড় ধুঁয়ার সৃষ্টি করে দিলেন। যা সব মুজাহিদীনও পুরো ময়দানকে ঢেকে নিল। সে ধুয়াঁর ভেতরেই মুজাহিদীনগণ সে স্থান ত্যাগ করলেন।

ডঃ সাহেব আরও বলেন– আমাকে আব্দুল করীম নামক একজন মুজাহিদ বলেছে যে, একবার আফগানিস্তানের দুশমনদের দুটি ট্যাংক আমাদের দিকে হামলা করতে এসে পড়ে এবং খুব নিকটে এসে আমাদের প্রতি গোলা নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। দুশমনরা চেয়েছিল যে, আমাদেরকে জীবন্ত গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমরা আল্লাহর নিকটে আমাদের হিফাযতের জন্য দোয়া করলাম। হঠাৎ দেখলাম ময়দানে কালো রংয়ের কিছু ধূলা উড়ল। এবং পুরো এলাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। আর আমরা খুব সহজেই বেঁচে যেতে সক্ষম হলাম।

## ঘুমিয়ে গেল যে বোমাটি

ডঃ আয্যাম বলেন– মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী আমায় বলেছেন– আমরা ত্রিশজন মুজাহিদ একস্থানে ছিলাম। হঠাৎ আমাদের উপর রাশিয়ান বোমারু বিমান হামলা চালায়। বোমাগুলো আমাদের চারপাশে পড়ে বিস্ফোরিত হতে থাকে। একটি বোমা একেবারে আমাদের উপরেই এসে পড়ে। আল্লাহর কুদরতে সেটি বিস্ফোরিত হয়নি। প্রায় ৪৫ কেজি ওজন ছিল সে বোমাটির। এ বোমাটি যদি ঘুমিয়ে না গিয়ে ফেটে পড়তো, তাহলে আমরা ত্রিশজনই শেষ হয়ে যেতাম।

ডঃ আয্যাম আরও বলেন– আমাকে আব্দুল মান্নান বলেছেন যে, আমরা তিন হাজার মুজাহিদ আমাদের সেন্টারে ছিলাম। সোভিয়েত বিমান আমাদের উপর তিন শত নাপাম বোমা নিক্ষেপ করে। কিন্তু আল্লাহর রহমতে একটি বোমাও ফাটেনি। পরে আমরা এই তিনশত বোমা পাকিস্তানের কোয়েটা শহরে মুজাহিদদের সেন্টারে উঠিয়ে নিয়ে আসি।

## বুলেট প্রবেশ করলো না যে সব শরীরে

ডঃ সাহেব বলেন– মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী আমায় বলেছেন– আমাদের সাথীদের মধ্যে অনেক যুদ্ধ ফেরত মুজাহিদদের দেখেছি, যাদের জামা-কাপড়গুলো বুলেটের আঘাতে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের গায়ে একটি বুলেটও ঢুকেনি।

– শায়েখ আহমদ শরীফ আমায় বলেছেন ঃ আমার ছেলে যুদ্ধ থেকে ফিরে এল। তার পোষাক ছেঁড়া, কিন্তু তার শরীরে কোন আঘাতই নেই।

–নাসরুল্লাহ মানসুরের সচিব আমায় বলেছেন ঃ আজ ১.৪.৮২ এক জন মুজাহিদ এসে পৌঁছেছে, যার মাথায় দশটি এবং বাহুদ্বয়ে পনেরটি গুলি লেগেছে, অথচ সে জীবিত রয়েছে।

–মৌলভী পীর মুহাম্মদ আমাকে বলেছেন - আমরা ১০ জন মুজাহিদ পাকতিয়া অঞ্চলে ছিলাম। ১৮০টি বিমানের এক বহর সমতল ভূমিতে আমাদের ঘিরে ফেলে এবং মুষলধারে বোমা নিক্ষেপ করতে থাকে। আমরা যখন লড়াই শেষ করলাম দেখলাম, আমাদের গায়ের জামা ছিঁড়ে

তেনা তেনা হয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে, আমরা কেহই আহত হইনি। আর আমাদের হাতে ১৬০জন কমিউনিষ্ট মারা পড়েছে। আর আমরা তাদের তিনটি বিমান শিকার করেছি। আমাদের মাত্র দুজন মুজাহিদ সাথী শাহাদৎ বরণ করেছেন।

মাওলানা আরসালান খান রহমানী আমাকে বলেছেন- আমার পায়ে দুবার রকেট পতিত হয়। কিন্তু আমি কোন কষ্ট পাইনি।

## শহীদের মেশিনগান

ডঃ আঃ আয্যাম (রহঃ) বলেন– আমাকে কমান্ডার উমর হানীফ বলেছেন যে, 'উমর ইয়াকুব' নামী একজন মুজাহিদ ছিলেন। যিনি আফগান জিহাদের জন্য পাগলপারা ছিলেন। তিনি যখন শহীদ হন, তখন আমরা তার কাছে গিয়ে দেখলাম যে, তিনি তার মেশিনগানটি বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে রেখেছেন। আমরা অনেক চেষ্টা করে তার কাছ থেকে মেশিনগানটি নিতে ব্যর্থ হলাম। আমরা তার নিকট দীর্ঘক্ষন সময় দাঁড়িয়ে রইলাম। অতপর আমরা তাকে বললাম- হে উমর ইয়াকুব! আমরা তোমার মুজাহিদ সাথী ভাই, এ কথা শুনার পর সে সাথে সাথে তার মেশিনগানটি আমাদের দিয়ে দিল।

## শহীদের জুব্বা ও দাঁড়ী

ডঃ আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহঃ) বলেন– আমাকে কমান্ডার উমর হানীফ বলেছেন যে, আফাগানিস্তানের জিহাদে আমাদের সাথে একজন মুজাহিদ ছিলেন। যিনি খুব পরহেজগার , মুত্তাক্বী এবং হাফেযে কুরআন ছিলেন, তার নাম ছিল 'আহমাদ শাহ'। তার শাহাদাতের দু 'বৎসর পর আমরা তার কবর খুদে দেখতে পাই যে, তিনি সম্পূর্ণ সহীহ সালেম অবস্থায় আছেন। এবং দাঁড়ী পূর্বের চাইতে লম্বা হয়েছে, আমি নিজ হাতে তাকে দাফন করে এসেছিলাম। তবে সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল যে, তার পরনে কাল রংয়ের একটি রেশমী জুব্বা ছিল, যা থেকে মেশ্‌ক- আম্বরের সু-ঘ্রাণ ছড়াতে ছিল।

## এক গুলীতে ৮৫ ট্যাংক ধ্বংস

ডঃ আব্দুল্লাহ আযযাম শহীদ (রহঃ) বলেন– আমাকে আফগানিস্তানের বিশিষ্ট আলেম, মুজাহিদ আরসালান খান রহমানী বলেছেন যে, একবার আমাদের মুকাবেলায় দুইশত ট্যাংক এসেছিল। কিন্তু আমাদের নিকট শুধু মাত্র একটি গুলী ছিল। আমরা নামাজ পড়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলাম। যেন তিনি এই একটি গুলিকেই দুশমনকে ধ্বংস করার কারণ বানিয়েদেন। অতপর আমরা সেই গুলিটিকে ফায়ার করি। তা গিয়ে দুশমনদের অস্ত্রবাহী গাড়ীর মধ্যে গিয়ে লাগে। সমস্ত অস্ত্রে আগুন ধরে যায় এবং সমস্ত গোলা ফাটতে শুরু করে এবং কয়েকটি প্রচন্ড আওয়াজ হয়, এতে দুশমনদের ৮৫টি ট্যাংক ধ্বংস হয়। দুশমন পালায়ন করতে বাধ্য হয়। আল্লাহ তায়ালা আমদের বিজয় দান করেন। এবং গণীমতের মালের অধিকারী বানান।

## এক ঝাঁক পাখী

ডঃ আঃ আয্যাম শহীদ (র) এর মুখের কথা- আমাকে আরসালান খান রহমানী সাহেব বলেছেন– দুশমনের জঙ্গী বিমান আসার পূর্বে আমরা বুঝতে পারতাম যে, বোমভিং করার জন্য বিমান আসছে। আর তা এভাবে যে, এ বিমানগুলো আসার পূর্বে কিছু পাখি এসে আমাদের মাথার উপর চক্কর লাগাত। আমরা এ পাখিগুলোকে দেখে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতাম। আবার কোন কোন সময় সে সমস্ত পাখিরা নিজেই এসব বিমানের মোকাবেলা করত।

ডঃ সাহেব আরও বলেন যে, আমাকে মুজাহিদ আব্দুল জাব্বার বলেছেন– আমি দু' বার স্বয়ং পাখিগুলোকে বিমানের নিচে দেখেছি।

তিনি আরও বলেন– আমাকে মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী সাহেব বলেছেন– আমি বহু বার সে সমস্ত পাখিগুলোকে দেখেছি, যেগুলো দুশমনের পক্ষ হতে বর্ষিত গোলা থেকে মুজাহিদদের হিফাযত করত।

## গায়েবী মদদ

ডঃ সাহেব বলেন ঃ- আমাকে আরসালান খান রহমানী বলেছেন– আফগানিস্তানে জিহাদকালীন মুর্হূতে আমরা একবার পঁচিশজন মুজাহিদের একটি দল একস্থানে একত্রিত হয়ে বসেছিলাম। হঠাৎ কমিউনিষ্টদের দু হাজার পরিমান একটি সৈন্যদল আমাদের উপর হামলা করে বসে। চার ঘন্টা পরিমাণ সময় প্রচন্ড যুদ্ধ হল। অবশেষে পরাজয় তাদেরই বন্টনে পড়ল। তাদের সত্তর জন জাহান্নামের অধিবাসী হল। আর ছাব্বিশজনকে আমরা গ্রেফতারের করে নিয়ে আসি, অতপর আমরা সেই গ্রেফতারকৃতদের জিজ্ঞাসা করলাম।

তোমরা (তোমাদের এত শক্তি– সরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও) ময়দান থেকে পালালে কেন ? তারা উত্তর দিল- আমরা দেখতে পেয়েছি যে, চারদিক থেকে আমেরিকান অত্যাধুনিক তোপ এবং মেশিনগান হতে আমাদের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করা হচ্ছে। তাই আমরা পালাতে বাধ্য হয়েছি।

–মাওলানা আরসালান খান বলেন– অথচ সে সময় আমাদের নিকট কোন তোপ ও মেশিনগানই ছিল না। বরং আমরা সাধারণ বন্দুক দ্বারা মাত্র এক দিক হতে হামলা করেছিলাম।

## দুশমনের উপর বিচ্ছুর হামলা ও মুজাহিদদের প্রতি সাপের ভালবাসা

ডঃ আঃ আয্‌যাম শহীদ (রহঃ) বলেন– আমাকে আবদুস্ সামাদ ও মাহবুবুল্লাহ উভয় বলেছে– একবার যখন কমিউনিষ্ট সৈন্যরা আফগানিস্তানের 'কানদোজ' এলাকার এক ময়দানে এসে অবস্থান করল। তখন বিষাক্ত বিচ্ছু তাদের উপর প্রচন্ড হামলা করে বসল। যার প্রেক্ষিতে তাদের ছয়জন সৈন্য জাহান্নামের টিকেট পেল আর বাকিরা সব পালিয়ে গেল।

ডঃ সাহেব আরও বলেন, আমাকে কমান্ডার উমর হানীফ বলেছে যে, বহুবার এমন হয়েছে যে, সাপ এসেছে এবং মুজাহিদদের সোয়ার বিছানায় এক সাথে রাত যাপন করেছে। সকাল বেলা চলে গেছে। কিন্তু কোন মুজাহিদকে কখনও দংশন করেনি।

## আল্লাহর শপথ উহুদের দিক হতে জান্নাতের খুশ্‌বু আসছে

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) ইরশাদ করেন– আমরা চাচা হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ) বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেন নি। একদিন তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সম্বোধন করে বল্লেন– হে আল্লাহর নবী! আমি ইসলামের প্রথম যুদ্ধে অর্থাৎ বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারিনি। যা আপনি কাফেরদের সহিত লড়েছেন। যদি পুনরায় আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের সহিত জিহাদ করার কোন সুযোগ করে দেন। তবে আল্লাহ তায়ালা দেখে নিবেন যে, আমি কি ভূমিকা পেশ করি। অর্থাৎ আমার বিরত্ব আল্লাহ তায়ালা দেখবেন। অতপর যখন উহুদ যুদ্ধের সুযোগ হয়ে গেল এবং বাহ্যিক ভাবে মুসলমানগণ পরাজিত হলেন। তখন তিনি বল্লেন– হে আমার প্রভূ! আমার মুসলমান সাথী ভাইদের পশ্চাদবরণের উপর তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর মুশরেকরা মুসলমানদের প্রতি যে আক্রমন করেছে তার প্রতি আমি ধিক্কার দেই। এ কথা বলেই তিনি বীর বিক্রমে কাফেরদের প্রতি বাড়লেন। একটু সামনে গিয়ে হযরত সাদ ইবনে মুয়ায (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁকে বল্লেন– হে সাদ! কোথায় যাচ্ছ? আল্লাহর শপথ একটু সামনেই জান্নাত। আর আমি উহুদের দিক থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন– আমরা আনাস ইবনে নযরের দেহে প্রায় ৮০টি তীর ও তলোয়ারের আঘাত দেখতে পেয়েছি। আমরা তার লাশকে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, কাফেররা তার দেহের আকৃতি টুকুকেও পরিবর্তন করে দিয়েছিল। তাঁকে দেখে কেউ চিন্‌তে পারেনি। শুধু তার বোন তার আঙ্গুল দেখে তাকে চিন্‌তে সক্ষম হয়েছিল।

(বুখারী ও মুসলিম)

## জান্নাতের হুর পানি পান করালো

হযরত আব্দুল্লাহ ইয়াফী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ 'রওজুর রিয়াহীনে' এক মুজাহিদ ব্যক্তির ঘটনা উল্লেখ করেন– তিনি বলেন যে, আমি রূম সাম্রাজ্যের যুদ্ধে শরীক ছিলাম। আমাদের সহিত আমরা এমন এক

ব্যক্তিকে দেখতে পেয়েছি যে না কখনও কিছু খেত আর না পান করত। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম- আপনি এগারটি দিন যাবত আমাদের সহিত রয়েছেন- এর মাঝে না আপনি কিছু খেয়েছেন না পান করেছেন তবে আপনি থাকেন কেমন করে ? তিনি উত্তরে বল্লেন– যখন আমি তোমাদের নিকট হতে বিদায় নিতে শুরু করবো, তখন আমি সব কিছু তোমাদের নিকট খুলে বলে দেব। অতপর যখন তার বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এল, আমি তাকে বললাম- আপনি আমার সহিত যে ওয়াদা করেছেন অনুগ্রহ করে তা পূরণ করুন। তখন তিনি বল্লেন– তবে শুনুন আসল ব্যাপারটি- এক যুদ্ধে আমরা চারশত জন মুজাহিদ ছিলাম। হঠাৎ দুশমন আমাদের উপর প্রচন্ড হামলা করে বসে। এবং আমি ব্যতিত আমাদের সব সাথীদের শহীদ করিয়ে দেয়। আর আমি প্রচন্ড আঘাত প্রাপ্ত হই এবং সমস্ত শহীদানদের মাঝে অসহায় অবস্থায় পড়ে কাতরাতে থাকি। যখন সূর্যাস্তের সময় হল- আমি আকাশের দিক হতে চমৎকার ছড়ানো সুঘ্রাণ অনুভব করি। আমি যখন আমার চক্ষু খুলি, তখন অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের কাপড় পরিহিত সুন্দুরী সুন্দুরী কিছু মেয়েদের দেখতে পাই। যাদের হাতে রয়েছে পানির গ্লাস এবং তারা শহীদদের মধ্য হতে প্রত্যেককে পানি পান করাতে ছিল। আমি আমার চক্ষু বন্ধ করে নিলাম তখন তারা আমার নিকট আসল। তাদের মধ্য হতে একজন বল্লো- এর মুখেও পানি দাও এবং খুব দ্রুত কাজ শেষ কর যেন আকাশের গেইট বন্ধ হওয়ার পূর্বেই আমরা ফিরে যেতে পারি। কিন্তু অন্য এক মেয়ে বলে উঠল– আমরা একে কি করে পানি পান করাবো এর মাঝে তো এখনও কিছুটা জীবন বাকী রয়েছে। অন্য একজন এর উত্তরে বল্লো আরে বোন! এত পরওয়া করোনা তো। একে পান করায়ে দাও। অতপর সে মেয়ে আমার মুখে পানি ডেলে দেয়। সে পানি পান করার পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আমার না কোন খাওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। আর না কোন পান করার প্রয়োজন হয়েছে। (সুবহানাল্লাহ)।

زور بازو ازماشکوہ نہ کرصیادسے +

آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریادسے

বাহুর শক্তি পরীক্ষা কর, শিকারীর নিকট ফরিয়াদ করতে যেওনা, আজ পর্যন্ত ফরিয়াদের মাধ্যমে কোন বন্ধদ্বার উন্মুক্ত হয়নি।

## কম খরচে জান্নাতের বাদশাহ

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) এক গ্রাম্য লোকের একটি ঘটনা শুনিয়েছেন তিনি বলেন– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুদ্ধে যাচ্ছিলেন। চলতে চলতে এক গ্রাম্য ব্যক্তির তাবুর পাশ দিয়ে অতিক্রম হচ্ছিলেন। সে গ্রাম্য লোক তার তাবুর কিনারা উঠিয়ে জিজ্ঞাসা করল। এরা কারা ? কেউ তাকে উত্তর দিল যে, ইনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর তার সাথে রয়েছেন তাঁর সাহাবাগণ। তারা এক জিহাদে যাচ্ছেন। সে ব্যক্তি বল্ল- এদের কি এ অভিযানগুলোতে দুনিয়ার কিছু অর্জিত হয় ? তাকে উত্তর দেয়া হয় হ্যাঁ যদি গনীমতের মাল অর্জিত হয় তবে তা কানুন মুওয়াফিক তাদের মাঝে বন্টন হয়। এ কথা শুনে সে ব্যক্তি তার উটের উপর নিজের হাওদা ও সরঞ্জামাদী উঠিয়ে সাহাবাদের সহিত চলতে লাগলো। পথ চলতে চলতে সে একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পৌছে গেলে সাহাবাগণ তাকে দুরে সরাতে আরম্ভ করেন। যেন সে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন ক্ষতি না করতে পারে। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বল্লেন, এ নাজদী ব্যক্তিকে আমার নিকট আসতে দাও। সেই প্রভূর শপথ করে বলছি যার কুদরতী হাতের মুঠয় আমার প্রাণ 'এ ব্যক্তিতো জান্নাতের বাদশাহদের মধ্য হতে একজন বাদশাহ।

–যখন যুদ্ধের ময়দানে নামার সময় হল, তখন সে ব্যক্তি বলল– হে আল্লাহর রাসূল! প্রথমে কি মুসলমান হব না কি লড়াই করবো ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বল্লেন - আগে মুসলমান হও। তখন সে প্রথমে মুসলমান হল। অতপর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেল। লড়তে লড়তে সে এক সময় শাহাদাতের পেয়ালায় চুমক দিয়ে দিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন তার শাহাদাতের সংবাদ দেয়া হয়, তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার লাশের নিকট এসে তার মাথার পাশে বসলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত খুশী ছিলেন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে হাসতেছিলেন কিছুক্ষন পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে নিজের চেহারা মুবারক ফিরিয়ে নিলেন। সাহাবায়ে কেরামগণ জিজ্ঞাসা করলেন-

হে আল্লাহর রাসুল! প্রথমে আপনি খুব খুশী ছিলেন। হাসতে ছিলেন। অতপর হঠাৎ তার দিক থেকে চেহারা সরিয়ে নিলেন। এর কারণটা কি ? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন আমার খুশীর কারণ ছিলো যে, এ ব্যক্তি (যে, না নামাজ পড়েছে, না রোজা রেখেছে না অন্য কোন ইবাদত করেছে) কে আল্লাহ তায়ালা বহু উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তা দেখেই আমি হাসতেছিলাম। আর চেহারা ফেরানোর কারণ হল যে, জান্নাতের হুরদের মধ্য হতে তার স্ত্রী মাত্র এক্ষনি এসে তার মাথার নিকট বসে পড়েছে। (এ দেখে আমি লজ্জাবোধ করে আমার চেহারা ফিরিয়ে নিয়েছি)

(বায়হাকী শরীফ)

## শহীদ জীবন্ত অবস্থায় হুর দেখতে পেল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রঃ) আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ এর মাধ্যমে এক মুজাহিদের একটি ঘটনা উল্লেখ করেন- আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ বলেন– আমরা এক জিহাদী সফরে যাচ্ছিলাম। পথ চলতে চলতে একটি আঙ্গুরের বাগানের নিকট আমরা এসে পৌছলে আমরা আমাদের এক সাথীর হাতে দস্তরখান দিয়ে তাকে বললাম যাও এ বাগান থেকে আঙ্গুর ভরে নিয়ে এসো। আমরা এখানেই আছি। অতপর যখন সে ব্যক্তি আঙ্গুরের বাগানে প্রবেশ করল তখন সে স্বর্ণের খাটে বসা একজন হুরকে দেখতে পেল। সে গোনাহ হওয়ার ভয়ে সাথে সাথে তার দৃষ্টিকে অবনত করে ফেলল। অতপর সে বাগানের অন্য দিকে তাকাল। তখন সে দিকেও এমনি ভাবে একজন হুরকে দেখতে পেল। একে দেখেও পূর্বের ন্যায় নিজের দৃষ্টি নীচে নামিয়ে ফেলল। অতপর সে হুর তাকে সম্বোধন করে বলল- আপনি আমাদের দিকে তাকান, কারণ আপনার জন্য আমাদের দিকে তাকানো বৈধ হয়ে গেছে। কারণ আমি এবং একটু পূর্বে যে মেয়েটিকে আপনি দেখেছেন আমরা উভয়েই আপনার স্ত্রী। আর আমরা হলাম জান্নাতের হুরদের মধ্য হতে দুজন হুর। আর আপনি আজকের দিনেই আমাদের নিকট এসে পড়বেন। অতপর সে ব্যক্তি বাগান থেকে ফল বিহীন খালি হাতে আমাদের দিকে এসে

পড়ল। আমরা তাকে বললাম- কি ব্যাপার তুমি কি পাগল হয়ে গেছ ? খালি হাতে কেন এসেছ ? আমরা দেখলাম তার চেহারা চমকাচ্ছিল এবং সে কিছু বলতে চাচ্ছিলনা। আমরা তাকে শপথ করিয়ে বললাম- বল ভাই! ঘটেছে কি ? অতপর সে বাগানের পুরো ঘটনাটি শুনিয়ে দিল যা সেখানে ঘটেছিল। ইত্যবসরে লড়াইয়ের সুযোগ হয়ে গেল এবং দুশমনের সাথে লড়াইয়ের ঢংকা বেঝে উঠল। আমরা এ ব্যক্তিকে বাধা দেয়ার জন্য একজন লোককে নিযুক্ত করি। যেন সে এবং আমরা উভয়ে একসাথে দুশমনের উপর হামলা করতে পারি। অতপর আমরা সবাই এক সাথে দুশমনের দিকে অগ্রসর হই। আমাদের সকলেরই আশা ছিল যে, আমরা শাহাদাত বরণ করি। কিন্তু সে ব্যক্তি আমাদের সবার আগে বেড়ে গেল এবং সে দিন সবার আগে শাহাদাত বরণকারী সে ভাগ্যবানই ছিল। যার শাহাদাতের পূর্বে বাগানে হুরদের সহিত সাক্ষাত হয়েছিল।

## ইফ্‌তার আমাদের নিকট এসে করবে

সাবেতে বানানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি একদা হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) এর নিকট বসা ছিলাম। হঠাৎ তার ছেলে আবু বকর জিহাদের সফর থেকে ফিরে এলো। অতপর হযরত আনাস (রাঃ) তার নিকট হতে জিহাদের কোন বিস্ময়কর ঘটনা শুনতে চাইলেন। তখন তার সন্তান বললেন- আব্বু আমি আপনাকে জিহাদের বিস্ময়কর একটি ঘটনা শুনাচ্ছি। আমরা এক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসতে ছিলাম। আমাদের এক সাথী হঠাৎ চিল্লা হাল্লা করতে শুরু করল, চিৎকার করে বলতে বলতে লাগল- হায়! আমার পরিবার। হায়! আমার পরিবার। আমরা দৌড়িয়ে তার নিকট গেলাম। আমরা ভাবছিলাম। হয়ত তার মাথায় পাগলেমী চড়ে বসেছে। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম- কি ব্যাপার ? কি হয়েছে তোমার ? চিৎকার করছো কেন ? সে উত্তরে বললো -আমি মনে মনে ভাবতাম যে, শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শুধু জিহাদই করে যাব। কখনও বিবাহ করবো না। তাহলে আল্লাহ তায়ালা আমাকে জান্নাতের ভাসা ভাসা চোখ ওয়ালী হুরদের সহিত বিবাহ করিয়ে দিবেন। যখন এভাবে দীর্ঘ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। কিন্তু শাহাদাত কপালে জুটলোনা। তাই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এ সফর থেকে ফিরে

গিয়ে বিবাহ করে ফেলব। আমি এ চিন্তা করতে করেতে শুয়ে পড়লাম। স্বপ্নে আমি এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। যে আমাকে বলছে- 'তুমি না কি বলেছো এখান থেকে ফিরে গিয়ে বিবাহ করে ফেলবে, এ কথা কি সত্যি' ? আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ আমি সত্যিই এ কথা বলেছি। তখন সে আমাকে বললো আরে আল্লাহর বান্দাহ- তোমাকেতো আল্লাহ তায়ালা সুন্দরী হুরদের সহিত বিবাহ করিয়ে দিয়েছেন। অতপর সে আমাকে সবুজঘাস বিছানো একটি ময়দানে নিয়ে গেল। যেখানে দশজন খুব সুন্দরী মেয়ে ছিল। এবং প্রত্যেকের হাতে একটি একটি কারুকার্যের বস্তু ছিল। যা তারা বানাতে ছিল। আমি তাদেরকে বললাম- তোমাদের মাঝে কি জান্নাতের সুন্দরী হুর রয়েছে ? তারা উত্তর দিল- আমরা তার খাদেমা। আপনি আরো সামনে বাড়ুন। তখন আমি একটু সামনে গিয়ে পূর্বের চাইতে আরও সবুজ শ্যামল, তর-তাজা একটি বাগান দেখতে পাই। যার মাঝে অত্যন্ত সুন্দরীও লাবন্যময় চেহারা বিশিষ্টা কয়েকজন মেয়েকে দেখতে পাই। যাদের সাথে পূর্বের দশজনের কোন তুলনাই হতে পারে না। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম- তোমাদের মাঝে কি জান্নাতের সুন্দরী হুর আছে ? তারা উত্তর দিল, আমরাতো সবাই তাঁর খাদেমা। আপনি আরও সামনে অগ্রসর হউন। অতপর আমি আরো সামনে অগ্রসর হই। সামনে এমন সুন্দর একটি বাগান দেখতে পাই যা পূর্বের এই বাগানের চাইতে আরও চমৎকার। অতপর আমি সেখানে চল্লিশ জন এমন সুন্দরী মেয়েকে দেখতে পাই। যাদের সামনে পূর্বের দেখা মেয়েদের কোন মূল্যই নেই। আমি তাদের বললাম- তোমাদের মাঝে কি জান্নাতের সুন্দরী হুর আছে ? তারা সকলেই উত্তর দিল- আমরা সবাই তার খাদেমা। আপনি আরও সামনে যান। আমি যখন আরও সামনে অগ্রসর হই, তখন মূতি দ্বারা নির্মিত একটি অট্টালিকা দেখতে পাই। যার মাঝে চোপায়া একটি খাটে অত্যন্ত সুন্দরী, হৃদয়াকর্ষি একটি মেয়েকে দেখতে পাই। এবার আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম- তুমি কি জান্নাতের সুন্দরী হুর ? সে উত্তরে বলল হ্যাঁ আমি-ই তোমার সে কাংখিত হুর। আস, আস তোমাকে ধন্যবাদ। আমি তার দিকে অগ্রসর হতে চাইলে সে বলল– না- না এখনও নয়, কারণ তোমার মাঝে এখনও জান বাকী আছে। তবে হ্যাঁ সন্ধ্যা বেলা তুমি আমাদের নিকট বসে এক সাথে ইফ্তার করবে। ঘটনা বর্ণনাকারী আবু বকর ইবনে আনাস বলেন– যখন এ নওজোয়ান এসব কথাবার্তা বলে শেষ করল, ইত্যবসরে এক ব্যক্তি

আওয়াজ দিয়ে বলে উঠল- হে আল্লাহর সৈনিক দল! নিজেদের সাওয়ারীতে আরোহন কর। আমরা সাওয়ারীতে আরোহন করে দুশমনের মোকাবেলায় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি একবার সে ব্যক্তির দিকে দেখতেছিলাম। আরেক বার সূর্যাস্তের দিকে দেখতেছিলাম। হঠাৎ দেখলাম তার মাথাটি শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল। এ দিকে সূর্যও অস্ত গেল। আমি বুঝতে পারিনি উভয়ের মাঝে কোনটি পূর্বে হয়েছে।

(ইবনে আসাকের)

## তিন হুরের জামাই

আল্লামা মাহমুদ অর্‌রাক স্বীয় গ্রন্থ 'রওজুর রিয়াহী'নে উল্লেখ করেন– কালো রংয়ের এক নওজাওয়ান যুবক ছিল। নাম তার 'মুবারক'। আমরা তাকে বলতাম হে মোবারক! তুমি কেন বিবাহ করছো না ? উত্তরে সে বলতো- আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি। তিনি যেন আমার বিবাহ জান্নাতের সুন্দরী সুন্দরী হুরদের সহিত করিয়ে দেন।

শায়খ আর্‌রাক বলেন- আমরা একবার এক জিহাদে বের হলাম। দুশমন হঠাৎ আমাদের উপর হামলা করে দিল এবং আমাদের মধ্য হতে 'মুবারক' নামী সে মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করল। আমরা তার লাশকে এমন অবস্থায় দেখতে পাই যে, তার মাথা এক স্থানে আর শরীর অন্য স্থানে এবং সে উপড় হয়ে পেটের উপর শোয়ে আছে। আর দুই হাত তার বুকের নীচে। আমরা তার লাশের নিকট দাঁড়িয়ে গেলাম এবং তাকে সম্বোধন করে বললাম। হে মুবারক! বল- আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ক'জন হুরের সহিত বিবাহ করিয়ে দিয়েছেন ? সে তার বুকের নীচ থেকে হাত বাহির করে তিন আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বুঝালো যে, আমাকে আমার প্রভূ তিনজন সুন্দরী সুন্দরী হুরের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। (সুবহানাল্লাহ) (রওজুর রিয়াহীন)

## শহীদের শির কুরআন তেলাওয়াত করে

হযরত সায়ীদ আজামী (রহঃ) বলেন- আমরা একবার সামুদ্রিক অভিযানে বের হলাম। আমাদের সহিত একজন নওজাওয়ান ছিল। যে, সব চেয়ে বেশী মুত্তাকী ও ইবাদত গুজার ছিল। যখন যুদ্ধ বেঁধে গেল

তখন সে সবচেয়ে বেশী হামলা করল এবং কিছুক্ষনের মধ্যেই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে নিল। তার শির তার দেহ থেকে বিছিন্ন হয়ে গেল। অতপর নৌকার সামনে তার মাথা পানির উপর হেলে দুলে কুরআনে কারীমের এ আয়াতটি পড়তে লাগল–

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ *

অর্থাৎ ঃ আখেরাতের সে ঘর (অর্থাৎ সুখ-শান্তি, আমোদ-প্রমোদ) আমি ঐ সমস্ত লোকদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি, যারা দুনিয়ার মাঝে অহংকার ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় না। আর মুত্তাকীদের পরিণাম অত্যন্ত সুখময়।

*فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے*
*আল্লাহর জন্য জীবন দেয়ার ভেতরই রয়েছে আসল জীবন*

*جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا*
*যে মরতে জানে না তার বাঁচার কোন অধিকার নেই।*

## পিতার সহিত সাক্ষাত করল এক শহীদ সন্তান

আল্লামা ইবনে আসাকের (রঃ) আব্দুল আজীজের মাধ্যমে একটি ঘটনা উল্লেখ করেন- শাম রাজ্যের এক এলাকার এক শস্য উঠানে এক ব্যক্তি তার স্ত্রী সহকারে কোন কাজে লিপ্ত ছিল। তাদের একজন সন্তান ছিল যে, এর অনেক পূর্বে শাহাদাত বরণ করেছিল। হঠাৎ সে ব্যক্তি ঘোড়ায় আরোহী এক ব্যক্তিকে তার দিকে আসতে দেখে। তখন সে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল- দেখ! আমার এবং তোমার সে সন্তানটি আসছে। তার স্ত্রী তাকে বলল তুমি দেখি পাগলের মত কথা বল, তোমাকে শয়তান ওয়াস্‌ওয়াসায় ফেলেছে। তুমি তোমার শয়তানটিকে দুর কর। সে কত পূর্বে শহীদ হয়েছে, ফিরে আসবে কেমন করে ? সে ব্যক্তি এস্তেগফার পড়ে পুণরায় নিজের কাজে লিপ্ত হয়ে গেল। অতপর কিছুক্ষন পরে যখন সে ব্যক্তি আবার এ দৃশ্য দেখলো, তখন বলে উঠল- আল্লাহর শপথ! হে আমার স্ত্রী! আমার এবং তোমার সন্তান আসছে। তার স্ত্রী যখন তাকে দেখল, তখন সেও এবার বলে উঠল আল্লাহর শপথ! এ-তো আমাদের সে সন্তান যে বহুপূর্বে শহীদ হয়েছিল। ইত্যবসরে ছেলে এসে তার মায়ের নিকট দাঁড়িয়ে গেল। পিতা প্রশ্ন বোধক ভঙ্গিতে

জিজ্ঞাসা করল, হে সন্তান! তুমি কি শহীদ হওনি ? ছেলে উত্তরে বলল- হ্যাঁ আব্বু! আমি শহীদ হয়েছি। কিন্তু এখন উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) এর ইন্তেকাল হয়েছে। তাই শহীদগণ আল্লাহর নিকট তার সাথে যিয়ারত করার অনুমতি নিয়েছে। আর আমি আল্লাহর নিকট আপনাদের উভয়ের সহিত সালাম এবং সাক্ষাত করারও অনুমতি নিয়েছি। তাই এসেছি, এ কথা বলে শহীদ উভয়ের জন্য দোয়া করল, এরপর ফিরে চলে গেল। (ইবনে আসাকের)

## এক হাজার ছেলেকে শহীদ করালো

আল্লামা কুরতুবী (র) স্বীয় তাফসীরে লিখেন- বনী ইসরাঈলে একজন বাদশাহ ছিল। সে একটি নেক কাজ করেছিল তাই আল্লাহ তায়ালা সে জামানার নবীর নিকট ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, সে বাদশাহকে জানিয়ে দাও- সে আমার নিকট যে দোয়া-ই করবে, আমি তা কবুল করে নেব। বাদশাকে তা জানিয়ে দেয়া হল।

–তখন বাদশাহ এভাবে দোয়া করল- হে প্রভু! আমার মাল, আমার সন্তানাদি এবং আমার জান যেন তোমার জিহাদের রাস্তায় কবুল হয়। আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করলেন। মালের সাথে সাথে আল্লাহ তাকে এক হাজার ছেলে দান করলেন। এখন বাদশাহ এ নিয়ম বানিয়ে নিলেন যে, প্রত্যেক মাসে একজন ছেলেকে মাল সহকারে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিতেন। যখন সে শহীদ হয়ে যায়। তখন বাদশাহ দ্বিতীয় মাসে অন্য আরেকজন ছেলেকে মাল সহ পাঠিয়ে দেন। এভাবে সেও যখন শহীদ হয়ে যায় তখন তৃতীয় মাসে পুনরায় আরেকজনকে পাঠান। বাদশাহ রাত ভর তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তেন। আর দিনের বেলা রোজা রাখতেন এবং এভাবে পর্যায়ক্রমে ছেলেদের যুদ্ধের ময়দানে পাঠাতেন। অতপর যখন এক হাজার সন্তান পুরোপুরী ভাবে শহীদ হয়ে গেল, তখন তিনি নিজেও জিহাদে শরীক হয়ে গেলেন এবং শাহাদাতে ধন্য হলেন। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারীমের এ আয়াত অবতীর্ণ করেছিলেন।

لليلة القدر خير من الف شهر

অর্থাৎ ঃ এ বাদশাহ এক হাজার মাস পর্যন্ত রোজা রেখেছিল এবং রাত ভর তাজাজ্জুদ পড়েছিল এবং আল্লাহর রাহে নিজের জান মাল ও সন্তানদের দিয়ে জিহাদ করেছিল এর এ সব আমল থেকে 'কদরের একটি রাত অতি উত্তম। (তাফসীরে কুরতুবী)

**ফায়দা ঃ** অর্থাৎ এ উম্মতে মুহাম্মদীয়ার এতই মর্যাদা যে, এদের একটি 'কদরের রাত্র' এতই উচ্চ মর্যাদা সম্পূর্ণ যা পূর্ববর্তী উম্মতগণের জিহাদ হতেও উত্তম। তবে যখন এ উম্মতেরা জিহাদের পথে আত্মনিয়োগ করবে, তবে তারা কত বড় সাওয়াব ও প্রতিদানের অধিকারী হবে। আর হাদীসেও এসেছে কিছু সময় সময় জিহাদে কাটানো লাইলাতুল কদরে হজ্‌রে আসওয়াদ পাথরের পাশে দাঁড়িয়ে ইবাদত করা থেকেও উত্তম।

## হুরের ঝগড়া

আল্লামা ইবনে নুহাস ইরশাদ করেন– মিসরের মধ্যে আমার একজন খাটি বন্ধু আমাকে এ ঘটনাটি শুনিয়েছেন যে, আমাদের নিকট পাশ্চাত্য এলাকার একজন নওজাওয়ান মুজাহিদ এসেছিল। এবং জিহাদে অংশ গ্রহণ করল কিন্তু সে সব সময় নিজের একটি হাতকে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে রাখতো। আমরা অনেক চেষ্টা করার পরেও সে আমাদের সে হাত দেখাতো না। আমরা ভেবেছিলাম হয়ত তার হাতে বড় ধরণের কোন রোগ হয়েছে তাই আমরা তার সাথে মিলে খানা খেতে চাইনাতাম না। কিন্তু তার এক সাথী ভাই বলল- আসলে ব্যাপারটি এমন নয়। যা তোমরা ভাবছো। তোমরা গোপনে নিয়ে তাকে ঘটনাটি জিজ্ঞাসা কর।

অতপর আমরা গোপনে ডেকে তাকে খুব অনুনয়-বিনয় করে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল- আমি পশ্চিমা এলাকার অধিবাসী। আমাদের নিকটেই ইংরেজদের এলাকা, তাদের সহিত প্রায় সময় আমাদের যুদ্ধ বিদ্রোহ লেগেই থাকে।

– একবার আমরা বিশজন মুজাহিদ দুশমনদের উপর হামলা করার উদ্দেশ্য বের হই। আর আমাদের নিয়ম ছিল যে, আমরা দিনের বেলা পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে থাকতাম। আর রাতের বেলা দুশমনদের উপর হামলা করতাম, একবার আমরা একটি পাহাড়ী গুহায় আশ্রয় নিলাম। হঠাৎ দেখলাম গুহা থেকে একজন কাফের সৈনিক বের হল। সে আমাদের দেখে দ্রুত চলে গেল। একটু পর দেখতে পেলাম যে, তার পিছু পিছু আরও একশত জন কাফের সৈন্য সে গুহা থেকে বের হল। তারাও গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল যেন রাতের বেলা গিয়ে মুসলমানদের উপর হামলা করে দিতে পারে। যাক আমরা যখন তাদের দেখতে পেলাম তখন কোন কথাবার্তা ছাড়াই তাদের মাঝে আর আমাদের মাঝে প্রচন্ড যুদ্ধ বেঁধে গেল। এ প্রচন্ড যুদ্ধে প্রথম অবস্থায় আমাদের ১১ জন মুজাহিদ

সাথী শাহাদাত বরণ করল। আর আমরা তাদের ৪৫ জনকে জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে পৌছিয়ে দেই। অতপর তারা দ্বিতীয় বার আমাদের উপর পাল্টা হামলা চালায় এ হামলায় আমি ব্যতিত আমাদের সব সাথীরাই শাহাদাত বরণ করল। আর আমি প্রচন্ড আঘাত প্রাপ্ত হই। দুশমনরা ভেবেছিলো- আমিও শহীদ হয়ে গেছি। তাই তারা আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আমি আহত অবস্থায় শহীদগণের মাঝে পড়ে রয়েছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম আকাশের দিক হতে এমন এমন সুন্দরী মেয়েরা নেমে এসেছে যাদের সৌন্দর্য ছিল অতুলনীয়। এদের প্রত্যেকেই এক এক জন শহীদের কাছে গিয়ে তাদেরকে হাতে ধরে বলতো এ শহীদ আমার বন্টনে পড়েছে, এ কথা বলে সে শহীদকে সে নিজের সহিত উঠিয়ে নিয়ে যেত। একটি হুর দৌড়ে আমার নিকট এসে বলল- 'এ শহীদ আমার ভাগে পড়েছে' যখন সে আমার বাহু স্পর্শ করল, তখন সে অনুভব করতে পারল যে, আমি এখনও জীবিত। রাগ করে আমার হাতটি ছেড়ে দিল। এবং বলল- হায়! তুমি এখনও জীবিত ? সে এ কথা বলে আমায় ছেড়ে চলেই গেল। এখন আপনারা দেখুন- আমার হাতের কেমন অবস্থা হয়েছে। ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন- আমারা যখন তার বাহুটি দেখলাম। দেখতে পেলাম তার বাহুতে হুরের আঙ্গুলের পাঁচটি দাগ বসে রয়েছে যা খুব চমকাচ্ছিল।

(ইবনে নুহাস পৃঃ ৬৮৮)

## হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের বিরত্ব ও ইখলাস

আল্লামা ইবনে আসাকের (রহঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে সিনানের একটি ঘটনা উল্লেখ করেন– আব্দুল্লাহ ইবনে সিনান বলেন- আমি এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) তরতুসের একটি জিহাদে শরীক ছিলাম। হঠাৎ মুসলমানগণের মধ্য হতে আওয়াজ আসল 'চল, চল দ্রুত চল, দুশমনের

টীকা

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক। তার জন্ম ১১৮ হিজরিতে। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় শতকের বুর্যগদের মধ্য হতে। তিনি যুগ শ্রেষ্ট মুহাদ্দিস ছিলেন। বুখারী (র) এর পূর্ব পুরুষ এবং ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) এর সমকালীন ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

তিনি তার জীবনকে তিন ভাগে বিভক্ত করে অতিবাহিত করতেন। তিনি এক বৎসর হজ্ব করতেন। দ্বিতীয় বৎসর জিহাদের ময়দানে কাটাতেন। আর তৃতীয় বৎসর ব্যবসা করতেন। ব্যবসায় যে লাভ হত তা গরীবদের মাঝে বন্টন করে দিতেন। তার মৃত্যু ঃ ১৮১ হিজরিতে।

উপর হামলা কর'। এ আওয়াজ শুনতেই মুসলমানগণ জিহাদের ময়দানে বের হয়ে পড়ল। যখন মুসলমানগন এবং কাফেররা মুখোমুখী হয়ে গেল। তখন কাফেরদের দুর্ধর্ষ এক সৈনিক লাইন থেকে বের হয়ে বলে উঠল- 'আছে কেউ আমার সহিত মুকাবেলা করার জন্য'? একথা শুনে তার মুকাবেলা করর জন্য একজন মুসলমান সৈনিক বের হয়ে পড়ল। কাফের সে মুসলমান মুজাহিদকে শহীদ করে দিল। এভাবে সে কাফের একে একে ছয়জন মুসলমানকে শহীদ করে দিল। অতপর সে উভয় সারর মাঝে অহংকার ভাব নিয়ে চিৎকার করে বলতেছিল- 'আছে কি কেউ আমার মুকাবেলা করার জন্য'? তখন কোন মুসলমান তার মুকাবেলা করার জন্য এগিয়ে আসার সাহস করছিল না।

– আব্দুল্লাহ ইবনে সিনান বলেন- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে বললেন- 'আব্দুল্লাহ! যদি আমি শাহাদাত বরণ করি তবে তুমি উমক উমক কাজগুলি করে নিও'। এ কথা বলেই তিনি নিজ ঘোড়ায় চড়ে সে দুর্ধর্ষ কাফেরের উপর প্রচন্ড হামলা চালালেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের মাঝে টক্কর চলল। অবশেষে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) তাকে জাহান্নামের ঘাট পর্যন্ত পৌছিয়ে দিলেন। অতপর তিনি 'আছে কি কেউ মুকাবেলা করার জন্য' এ কথা বলে স্বজোরে চিৎকার করে উঠলেন। এর জবাবে অন্য একজন কাফের এসে সামনে দাঁড়াল। তিনি তাকেও জাহান্নামের টিকেট দিয়ে দিলেন। এভাবে তিনি ছয়জন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কাফেরকে হত্যা করেন। তখন কাফের সৈন্যরা তার বাহাদুরী দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ময়দান ত্যাগ করে পালাতে বাধ্য হল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) তখন এদিক সেদিক তাকাচ্ছিলেন। অতপর তিনি নিজের ঘোড়ায় চড়ে মানুষের দৃষ্টি গোচর হয়ে গেলেন। অনেক্ষণ পর তিনি পুণরায় সেই স্থানে ফিরে আসলেন। যেখানে আমরা সবাই পূর্বে দাঁড়ানো ছিলাম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) আমাকে সম্বোধন করে বললেন - হে আব্দুল্লাহ! তুমি যদি আমার জীবদ্দশায় আমার এই মুকাবেলার ঘটনা কারো কাছে বর্ণনা কর তবে তোমার এমন এমন হবে। (অর্থাৎ তিনি তাকে কিছু বলেছেন। যা বর্ণনাকারী উল্লেখ করেননি।)

– আব্দুল্লাহ ইবনে সিনান বলেন- যতদিন পর্যন্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) জীবিত ছিলেন, আমি এ ঘটনা কারো কাছে বলিনি।

(এ ধরণের ঘটনা আফগানিস্তানের যুদ্ধেও ঘটেছে)

## হে আমার প্রভূ! আমার শরীরের টুক্‌রোগুলো পশু পাখীকে খায়িয়ে দিও

হযরত আসওয়াদ বিন কুলসুম বহুত বড় একজন শায়খুল হাদীস ছিলেন। একবার যখন তিনি জিহাদে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি এভাবে দোয়া করছিলেন- হে আমার আল্লাহ! এ আমার জান, যা সুখ শান্তির মুহূর্তে তোমার নিকট দাবী করছে যে, সে তোমাকে খুব ভালবাসে। যদি সে এ দাবীতে সত্য হয় তবে তুমি তাকে তোমার সাক্ষাতে (অর্থাৎ শাহাদাতে) ধন্য কর।

আর যদি সে এ দাবীতে মিথ্যা হয়, তবুও তার না চাওয়া সত্ত্বেও তার উপর তুমি তা চাপিয়ে দাও। আর তাকে তোমার রাস্তায় শাহাদাত নসীব করাও। আর তার দেহকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে পশু পাখীকে খায়িয়ে দাও।

– বর্ণনাকরী বলেন- আসওয়াদ বিন কুলসুম ইসলামের সৈনিকদের সহিত মিলিত হয়ে একটি বাগানে গিয়ে তাবু টানালেন। বাগানের চার দেয়ালের এক দিক ছিল ভাঙ্গাঁ। সে দিক দিয়ে হঠাৎ দুশমন ঢুকে তাদের ঘিরে ফেলল। মুসলিম সৈনিকরা বিভিন্ন দিকে ছুটে চলে গেল। কিন্তু আসওয়াদ বিন কুলসুম কোনদিকে যাননি। তিনি তার ঘোড়া থেকে অবতরণ করলেন এবং তার ঘোড়ার গালে একটি থাপ্পড় মেরে তাকেও তাড়িয়ে দিলেন। অতপর অজু করে নামাজ আদায় করলেন। দুশমনরা বললো- আরবের লোকেরা যখন আত্মসর্ম্পণ করে তখন তারা এমনই করে। নামাজ শেষ করে তিনি দুশমনদের উপর প্রচন্ড হামলা করলেন। এবং লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে গেলেন। মুসলমান সৈনিকদের মাঝে একজন বড় কমান্ডার ছিল। যে ছিল আসওয়াদ বিন কুলসুমের ভাই। সে যখন এ বাগানের পাশ দিয়ে অতিক্রম হচ্ছিল। তখন লোকেরা তাকে বললো- আপনি কেন আপনার ভাইকে দাফন করার জন্য এ বাগানে প্রবেশ করছেন না?

সে উত্তরে বলল- আমিতো আমার ভাইয়ের মাকবুল দোয়ার বিপরীত কিছু করতে পারি না। অর্থাৎ তিনি দোয়া করেছিলেন, যেন তার দেহের টুকরোগুলো পশু পাখী খেয়ে নেয়। তাই তা এখন পশু পাখী খেয়ে নিবে। (কিতাবুল জিহাদ লি ইবনে মুবারক (রহঃ)।

## শহীদদের সাথে সাক্ষাত

আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ বিন আবী জায়েদ থেকে বহু বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। আবু মুহাম্মদ বলেন– আমরা আব্দুর রহমান নাসীর উন্দুলুসীর খেলাফত কালে এক জিহাদী সফরে বের হয়েছিলাম। ৪০ হাজার ঘোড়ায় আরোহী ও বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। যখন মুকাবেলা হল তখন মুসলমানগণ বাহ্যিক ভাবে পরাজয় বরণ করলেন। যাদের কপালে শাহাদাত লিখা ছিল তারা তো শহীদ হলেন। আর জীবিতরা যে যে দিকে সম্ভব হয়েছে চলে গেল। আবু মুহাম্মদ বলেন- আমি ছিলাম সে জীবিতদের মধ্য হতে একজন। আমি দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতাম। আর রাতের বেলা সফর করতাম। একরাত্রে আমি সফর করতে ছিলাম। হঠাৎ বড় ধরণের একটি সৈন্য দলকে দেখতে পেলাম। তারা আগুন জালিয়ে রেখেছে। তাদের ঘোড়াগুলো তাদের সম্মুখে বেঁধে রেখেছে। তারা সবাই তেলাওয়াত ও যিকির আযকারে লিপ্ত। আমি এ দৃশ্য দেখে বললাম 'আল্লাহর শুকরিয়া' মুসলমানদের দলটিকে আমি পেয়ে গেছি। তাদের মধ্যে একজন যুবকে দেখতে পেলাম যে তেলাওয়াত করতেছিল। সে আমাকে সালাম করে বলল- আপনি কি জীবিতদের মধ্যে একজন ? আমি উত্তর দিলাম হ্যাঁ। সে আমাকে বলল– বসুন। আরাম করুন। অতপর সে আমাকে আঙ্গুরের একটি ছড়া দিল। অথচ সে সময় আঙ্গুরের কোন মৌসম ছিলনা। এবং সে আমায় দুটি চাপাতি রুটি দিল। এবং গ্লাসে করে পানি দিল। এ ছাড়া আরও মজার মজার অনেক খাবার আমায় খাওয়ালো। অতপর সে আমাকে বলল– আপনার মনে হয় ঘুম আস্তেছে তাই না। আমি বললাম হ্যাঁ। সে আমাকে তার রানের উপর সোয়ায়ে দিল। আমি ঘুমের সাগরে এমনভাবে ডুব দিয়েছিলাম যে, একেবারে সূর্য উদয়ের কিছুক্ষণ পূর্বে আমি সজাগ হই। আমি যখন ঘুম থেকে আমার চোখ খুলি, তখন সেখানে কোন মানুষকেই দেখতে পাইনি। আর আমার মাথা বড় একটি হাড্ডির উপর ছিল। তখন আমার বুঝে আসল যে, এরা সবাই ছিলেন 'শহীদ'।

এভাবে সে দিন অতিবাহিত হওয়ার পর যখন রাত হল- তখন বিশাল ধরণের একটি সৈন্য দলকে দেখতে পাই। যারা সালাম করে তেলাওয়াত করতে করতে অতিক্রম হচ্ছিল। সে সৈন্য দলের একেবারে শেষ মাথায় একজন যুবক ছিল। সে আমাকে সালাম করল। সে লেংড়া একটি উটের

উপর সাওয়ার ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। এরা কারা? সে উত্তরে বলল- এরা সবাই শহীদান। তারা তাদের পরিবার পরিজনের সহিত সাক্ষাত করার জন্য যাচ্ছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তোমার উটটি লেংড়া কেন? সে উত্তর দিল- এর মূল্য দুই দ্বিনার বাকী ছিল, যা আদায় করা হয়নি। আমি বললাম আমি যখন ঘরে ফিরে যাব, তখন তা আদায় করে দেব। সে আমাকে তার ঘরের ঠিকানা দিল। এবং আমার সহিত শহর পর্যন্ত এসেছিল। অতপর সে আমাকে বলল- এখানে গিয়ে 'মুহাম্মদ গাফী (রহঃ) এর ঘর কোনটি জিজ্ঞাসা করে নিবেন। সেখানেই আমার স্ত্রী রয়েছে। যার নাম ফাতেমা বিন্‌তে সালেম। তাকে গিয়ে বলবেন যে, ছোট তাকের উপর একটি লোটার মধ্যে পাঁচ শত দ্বীনার রয়েছে। সেখান থেকে দুই দ্বীনার নিয়ে উমক ব্যক্তি অথ্যাৎ উটের মালিককে দিয়ে দিবেন। আমি যখন সেখানে গেলাম তখন তার স্ত্রী আমাকে দুই দ্বীনারের পরিবর্তে দশ দ্বীনার দিল। এবং বলল- বেশীটা আপনি খরচ করবেন।

## মৃত্যের পরের ওসিয়ত বাস্তবায়ন

মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের মুকাবেলায় ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত সাবেত বিন কায়েস এবং সালেম উভয়ে শাহাদাত বরণ করেন। সে দিন হযরত সাবেতের দেহে খুব দামী একটি লৌহবর্ম পরা ছিল। তার শাহাদাতের পর এক সৈনিক তার লাশের পাশ দিয়ে অতিক্রম হচ্ছিল। সে এ লৌহবর্মটি তার দেহ থেকে খুলে নিয়ে গেল। মুসলমান সৈনিকদের একজন সোয়া ছিল। হঠাৎ সে দেখতে পেল যে, সপ্নে হযরত সাবেত তার নিকট এসেছে। এবং তাকে বলতে লাগল যে, আমি তোমাকে একটি ওসিয়ত করছি- তুমি একে স্বপ্ন মনে করে অবহেলা করো না। আর সেটি হচ্ছে যে, আমি যখন গতকাল শাহাদাত বরণ করি তখন এক ব্যক্তি আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম হয়ে যাওয়ার সময় আমার দেহ থেকে লৌহবর্মটি খুলে নিয়ে যায়। তুমি শুনে রাখ! তার ঘর উমক স্থানে। তার ঘোড়াটি তার তাবুর নিকট বাঁধা আছে। সে এ লৌহবর্মটি পাতিলের নীচে লুকিয়ে রেখেছে। আর পাতিলের উপর উটের উপরে সাওয়ার হওয়ার গদিটি রেখে দিয়েছে। তুমি খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) এর নিকটে গিয়ে এ ঘটনাটি বল। তিনি যেন কাউকে পাঠিয়ে আমার এ লৌহবর্মটি উদ্ধার

করে নিয়ে আসেন। আর যখন মদীনা শরীফ যাবে, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) কে বলবে যে, আমার উপর উমক ব্যক্তির ঋণ রয়েছে। তিনি যেন সে গুলোকে আদায় করে দেন। আর আমার উমক উমক গোলামকে আমি আযাদ করে দিলাম। স্বরণ রেখো! এ অসিয়তকে স্বপ্ন মনে করে অবহেলা করোনা। অতপর সে ব্যক্তি গিয়ে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) কে ঘটনাটি শুনালে তিনি একজন লোককে পাঠিয়ে সে লৌহবর্মটি উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। এবং আবু বকর (রাঃ) কেও সে ওসিয়ত শুনিয়ে দিলেন। তখন তিনি তার করযগুলোও আদায় করে দিলেন।
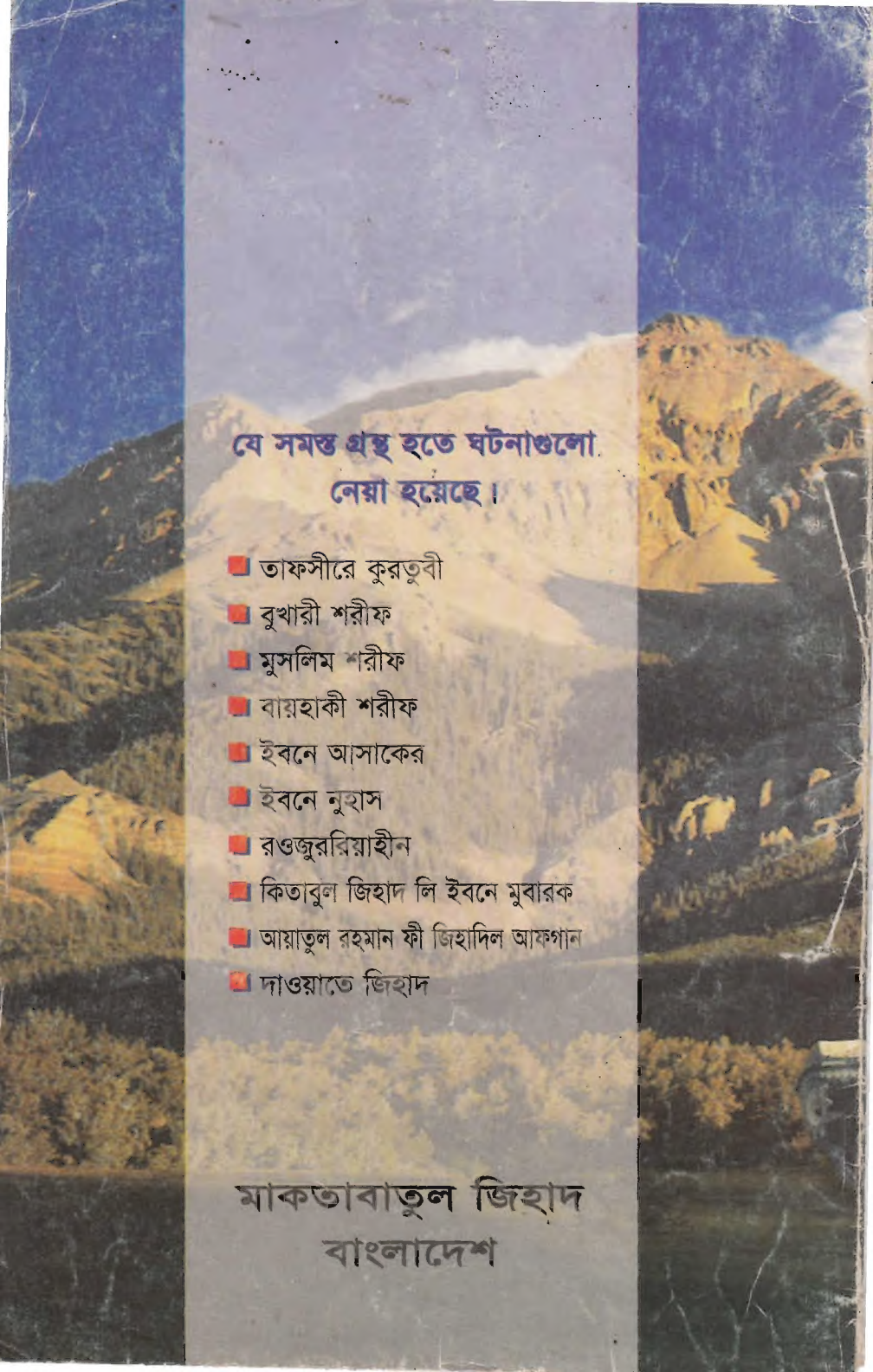
* মৃত্যুর পর যদি কেউ ওসিয়ত করে থাকে, তবে তা সাবেত বিন কায়েসই করেছে।

* মৃত্যুর পর যদি কারো ওসিয়ত বাস্তবায়িত হয়েছে, তবে তা সাবেত বিন কায়েসেরই হয়েছে।

# সমাপ্ত

# জিহাদী তারানা

وہ سنگ گراں جو حائل ھیں راستے سے ھٹا کر دم لینگے
ھم راہ وفا کے رہ رو ھیں منزل ھی پہ جاکر دم لینگے -

یہ بات عیاں ھیں دنیا پر ھم پھول بھی ھیں تلوار بھی ھیں
یا بزم جھاں مھکائنگے یا خوں میں نھاں کر دم لینگے -

ھم ایك خدا کے قائل ھیں پندار کے ھر بت توڑینگے
ھم حق کا نشاں ھیں دنیا سے باطل کو مٹاکر دم لینگے -

جس خون شھیداں سے اب تك یہ پاك زمیں گلرنگ ھوئے -
اس خوں کی قطرے قطرے سے طوفان اڑا کر دم لینگے

ھر سمت مچلتی کر نون افسون شب غم توڑ دیا -
اب جاگ اٹھے ھیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لینگے -

قرآن ھمارا رھبر ھے اسلام ھمارا مذھب ھیں
اس پاك وطن میں اسلامی دستور بنا کر دم لینگے -

- তাফসীরে কুরতুবী
- বুখারী শরীফ
- মুসলিম শরীফ
- বায়হাকী শরীফ
- ইবনে আসাকের
- ইবনে নুহাস
- রওজুররিয়াহীন
- কিতাবুল জিহাদ লি ইবনে মুবারক
- আয়াতুল রহমান ফী জিহাদিল আফগান
- দাওয়াতে জিহাদ

মাকতাবাতুল জিহাদ
বাংলাদেশ